BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03050009

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 05| May 2025| e-ISSN: 2584-1890

কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নিসর্গ প্রকৃতি চেতনা : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

শাশ্বতী বৈদ্য

Student
Email: baidya.sirsha@gmail.com

সারাংশ:

জীবনানন্দ দাসের কবিতায় নিসর্গ প্রকৃতির এক স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করেছে। তার কবিতায় বাংলার যেসব চিরায়ত রূপ— নদী, ধানক্ষেত, কাশফুল, পাখির ডাক এ এক বিষণ্ণ অথচ মায়াবী আবহে মূর্ত হয়। এই নিসর্গকে কেবল পটভূমি নয়, বরং তা কবির আবেগ অনুভূতি এবং দার্শনিক ভাবনার প্রতিচ্ছবি। জীবনানন্দের প্রকৃতিতে রংয়ের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধূসর, পান্ডুর, মলিন রঙের আধিক্য তার কবিতায় এক বিষন্ন সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। প্রকৃতির এই যে রূপ যেন জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব নস্বরতা এবং নিয়তির এক নীরব বার্তা বহন করে আনে। তবে তার নিঃসর্গ চেতনা কেবল বিষাদময় নয়। প্রকৃতির মাঝে কবি খুঁজে পান অনন্ত জীবনের স্পন্দন, যা তাকে এক গভীর উপলব্ধির দিকে চালিত করে। জোৎস্না রাতে প্রকৃতির যে রহস্যময় রূপ অথবা ভোরের স্নিগ্ধতা তার কবিতায় এক ভিন্ন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। প্রকৃতির এই দ্বৈত সত্তা বিষাদ জীবনের স্পন্দন।

মূলশব্দ: *স্পন্দন, স্নিগ্ধতা, পান্ডুর, বিষন্ন, ব্যঞ্জনা।*

ভূমিকা:

আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যে কবি জীবনানন্দ দাস ছিলেন মানব প্রকৃতির কলুষতায় বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য বিধানের চিত্ররূপময় বাস্তব প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার অন্যতম কান্ডারী। জীবনানন্দ দাশের কবিতা প্রেম ধীরে ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রে ও একদিন মরে যেতে হয়, হয় নাকি?, —এই বাস্তব চিরায়ত সত্য উদঘাটনের জলন্ত প্রতিচ্ছবি। পরা বাস্তববাদের মেলাভূমি রয়েছে কোবির কবিতায়। সমকাল, মানুষের ধর্ম কেন্দ্রিক বৈপরীত্যতা আবার বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে প্রকৃতি কেন্দ্রিক বৈপরীত্যতাকে তুলনামূলক প্রতিভূতে প্রতিষ্ঠা করেছেন কবি। শৈশব সর্বানন্দ ভবনে অতিবাহিত হওয়ার কারণে বরিশালের খাল বিল, নদী মাঠ এতটাই আপন হয়েছে কবি মননে তারই প্রতিফলন দেখা গেছে তার কাব্য ভাবনায়। প্রকৃতি প্রেম, একাকীত্ব, সময় আর অস্তিত্ববাদ এতখানি প্রাধান্য পেয়েছে তার কবিতায় ফলে সব কিছুর মধ্যে এক অদ্ভুত সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন তিনি তার কাব্য ভাবনায়। কলকাতার জনজীবন, মানুষের, মানুষের সংগ্রাম ও নগরের কোলাহলের সাথে সমান্তরাল ভাবে বয়ে চলা গাঙ্গুরের ঢেউ যেন তার কাব্য ভাবনার মধ্যে সার্বিক চিত্ররূপময় বাস্তব সত্যকে অন্বেষণ করায়। তার প্রথম দিকের কবিতায় সবুজ প্রকৃতি তার

সমস্ত প্রাণময়তা নিয়ে হাজির পরক্ষণে আছে মানব মনের সুকুমার মনের অধঃপতিত রূপ ও। এই দ্বৈত চিত্রকল্প নিয়ে তার কাব্য ভাবনা একথা বলতে হবে। এক কথায় প্রকৃতি এত সুন্দর তার মাঝে মানব মনের মধ্যে কেন এত অসুন্দরের করাল বিভীষিকা?

আলোচনা:

"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/ কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে" —আদর্শ ছেলে কবিতার মহিলা কবি কুসুমকুমারী দাস ছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশের মা। ব্রহ্মবাদী পত্রিকার সম্পাদক সত্যানন্দ দাস ছিলেন কবির পিতা। সাহিত্য ভাবনার অপার মহিমায় তিনি একাধিক কাব্য পাঠক কুড়িকে উপহার দিয়েছেন। তার কবিতায় প্রকৃতির বিবিধ অনুষঙ্গ ধরা দিয়েছে বিচিত্র ভাবধারায়।

বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর কবিতা বাংলা সাহিত্যের এক বিষন্ন অথচ গভীর সুর ধ্বনিত হয়েছে। কবিতাগুলো যেমন নাগরিক জীবনের ক্লান্তি ও নিঃসঙ্গতা মুক্ত হয়ে ওঠে, তেমনিই এক নিবিড় আকর্ষণ দেখা যায় প্রকৃতির প্রতি। তবে এই প্রকৃতির চিত্রায়ন গতানুগতিক নয়। জীবনানন্দের নিঃসর্গ চেতনা কেবল শান্ত স্নিগ্ধ বা মনোরম নয়, বরং তা হয়ে উঠেছে রহস্যময় স্মৃতি ভরাক্রান্ত এবং ব্যক্তিগত এক প্রক্ষেপন।

জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান জীবন্ত হয়ে ওঠে। যেমন— "রূপসী বাংলা" কাব্যগ্রন্থে বাংলার শ্যামল প্রকৃতির যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সেখানে ধানক্ষেত ও জলাভূমি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। আসলেই দৃশ্যগুলি কেবল প্রকৃতির শোভা নয় বরং কবির শৈশবের স্মৃতি হারানো দিনের বেদনা এবং এক ধরনের নস্টালজিয়ার প্রতি হিসেবেও তার কবিতায় বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। বিশেষ করে আমরা দেখবো তাঁর "আবার আসিব ফিরে" কবিতায় —

"আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়/ হয়তো মানুষ নয়...."

(আবার আসিব ফিরে/রূপসী বাংলা)

এই অংশে কবি বারবার ধানক্ষেতের পাশে ফিরতে চেয়েছেন। আবার সাগর, সমুদ্র ও নদীর প্রবাহমানতার জীবন ও সময়ের প্রতীক হিসেবে তার কবিতায় ধরা দেয় আকাশের বিশালতা ও নক্ষত্রের নীরবতা কবির মধ্যে এক ধরনের দার্শনিক ভাবনার দেখা যায়। তার বিখ্যাত সেই "বনলতা সেন" কবিতায়—

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে"

(বনলতা সেন/বনলতা সেন)

এখানে প্রকৃতির অনন্ত বিস্তার যেন কবির দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর অস্তিত্বের প্রতিচ্ছবি। আবার জীবনানন্দের কাছে প্রকৃতি জড় পদার্থের সমাবেশ নয় বরং প্রকৃতি মানুষের আত্মার আত্মীয়, প্রকৃতি প্রতীকের জননী। তার কবিতায় আমরা দেখি গ্রামবাংলার উদ্ভিদ, ফুল, পাখি, পোকামাকড় ও অন্যান্য প্রাণীর প্রসঙ্গ উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা কখনো প্রকৃতির অংশ হিসেবে আসে আবার কখনো কবির একাকীত্ব বা বিষণ্নতার প্রতীক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। তার বহু কবিতায় বিভিন্ন উদ্ভিদের এর উল্লেখ আছে, যেমন— পেয়ারা, বাতাপি লেবু, কাঁঠাল, বাঁশ বন, অশ্বথ, বট, তেতুল, আম, জাম, হিজলগাছ, বইচি, শেয়ালকাটা, হেলেঞ্চা, কলমীর বন, অপরাজিতা, আকন্দ, ভাট, ডাশা আম, কামরাঙা, কুল, আতা, নোনা গাছ, শসা, বেলগাছ, ইত্যাদি। "বাংলার মুখ আমি দেখিয়েছি" কবিতায় উদ্ভিদের বর্ণনা বেশ স্পষ্ট—

"মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে

এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ /দেখেছিল :"

(বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি/রূপসী বাংলা)

আবার 'রূপসী বাঙলা' কাব্যগ্রন্থে অজস্র ফুলের উল্লেখ আছে। যেমন— মচকাফুল, চালতা ফুল, পলাশ, বেলকুড়ি গোলাপ, পদ্ম, চাঁপা, বেলকুঁড়ি, শেফালী, অপরাজিতা, ভাট ফুল, আনারস ফুল, বাসক ফুল, কলমী ফুল, সজিনার ফুল, ভেরেণ্ডী ফুল, দ্রোণ ফুল, ঘাস ফুল ইত্যাদি।

(ক) 'একদিন নক্ষত্রের দেশে তারা হয়ে রবে গোলাপের মতন রক্তিম।' (রূপসী বাঙলা)

(খ) "হয়তো সে কন্যার হৃদয়

শঙ্খের মতন রুক্ষ, অথবা পদ্মের মতো।"

ইত্যাদি। আবার তার কবিতায় অসংখ্য পাখি, পোকামাকড় ও অন্যান্য প্রাণীর উল্লেখ রয়েছে। যেমন— শালিক, দোয়েল, শ্যামা, খঞ্জনা, চড়াই, বৌকথা কও, কাঁচ পোকা, গুবরের পোকা, গঙ্গা ফড়িং, শ্যামাপোকা, ঝিঝি পোকা, সরপুটি শামুক, গুগলি ইত্যাদি। বাংলার প্রকৃতির যে অজস্র ছবির বর্ণনা অমরা দেখি, তা বিশেষ করে "বাংলার মুখ আমি দেখিয়েছি" কবিতাটিতে দেখতে পাই—

"অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে

চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে

ভোরের দোয়েল পাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ

জাম বট কাঁঠালের হিজলের অশথের করে আছে চুপ

ফনী মনসার ঝোপে শটি বনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে। "

(বাংলার মুখ আমি দেখিয়েছি/ রূপসী বাংলা)

জীবনানন্দের কবিতায় রঙের ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। "আকাশের নীল", "ধানের সোনালী", "শালিখের হলুদ পা", "জোনাকির সবুজ আলো" –এই রঙের ব্যবহার প্রকৃতিকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে তোলে। আলোর বিভিন্ন রূপ— সকালের স্নিগ্ধ আলো, দুপুরের তীব্র রোদ, সন্ধ্যার আবছা আঁধার, রাতের রহস্যময় জ্যোৎস্না—তাঁর কবিতায় এক বিশেষ আবহ সৃষ্টি করে। তার বনলতা সেন কবিতায় এক বিশেষ আবহাওয়া সৃষ্টি করে—

(ক) "পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেল পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল"

(খ) "এখানে আকাশ নীল নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনাল ফুল/ফুটে থাকে হিম সাদা রং তার আশ্বিনের আলোর মতন।"

(এখানে আকাশ নীল/রূপসী বাংলা)

এই লাইনগুলো আসলে প্রকৃতির বিশাল প্রেক্ষাপটে মানব জীবনের যাত্রার চিত্র ফুটে ওঠে। কিংবা "ঘাস" কবিতায়

(গ) "কচি লেবু পাতার মত নরম সবুজ আলোয়

পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা।"

আবার প্রকৃতির মধ্যে যে নীরবতা ও কোলাহল তা জীবনানন্দের কবিতার স্পষ্ট দেখা যায়— ধানের শব্দ, বেজির পায়ের শব্দ কাক ডাকে, ঘুঘু পাখির ডাক, লক্ষ্মী পেঁচার ডাক কিংবা বাতাসে ঝরা পাতার আওয়াজ এইসব ধবনি কিন্তু গ্রাম বাংলার এক পরিচিত চিত্র তৈরি করে। তেমনি শিশির ভেজা ঘাস বা ভিজে পাতার শরীর— এই স্পর্শ গ্রাহ্য অনুভূতিগুলো প্রকৃতিকে আরো জীবন্ত করে তুলে—

(ক) "এই শুধু... বেজির পায়ের শব্দ পাতার উপরে যদি বাজে সারারাত...

টানার অস্পষ্ট ছাড়া বাদুড়ের ক্লান্ত করে চলে"

(একদিন যদি আমি/ রূপসী বাংলা)

(খ) "বাতাসের ধানের শব্দ শুনিয়েছি— ঝরিতেছে ধীরে ধীরে অপরাহ্নে ভরে" (বাতাসে ধানের শব্দ/রূপসী বাংলা)

তাঁর কবিতায় আমরা প্রকৃতির গন্ধ ও স্বাদের অনুভূতিও দেখতে পাই— সবুজ ঘাসের গন্ধ, আমের মুকুলের ঘ্রাণ, কাঁঠালের মিষ্টি গন্ধ, ধানের ক্ষেতের সোদা মাটি এই সব অনুভূতি কবিতার মধ্যদিয়ে প্রকৃতির কাছাকাছি নিয়ে যায়—

(ক) "সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে/আবার অসিত আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে।"

(খ) "যখন পুকুরে হাঁস সোদা জলে শিশিরের গন্ধ শুধূ পায়।"

(গ) "পৃথিবীর কোন পথে : ধানের নরম গন্ধ— কলমির ঘ্রাণ,"

(আকাশে সাতটি তারা/ রূপসী বাংলা)

আবার প্রকৃতির বিশাল পটভূমিতে মানব অস্তিত্বের ক্ষুদ্রতা ও অসহায়তার বোধ জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বেশ প্রকট। 'আকাশের নিচে একা', ' নির্জন প্রান্তরে' এইসব চিত্রকল্প মানুষের নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতাকে তুলে ধরে। তার "বনলতা সেন" কবিতায় সেই রূপ ফুটে উঠে—

"সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন

সন্ধ্যা আসে;" (বনলতা সেন/ বনলতা সেন)

এখানে সন্ধ্যার আগমন যেমন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম তেমনি তার দিনের ক্লান্তি ও নিঃসঙ্গতাকে বহন করে আনে।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আরেকটি প্রসঙ্গ দেখতে পাই প্রকৃতি থেকে নারীর জন্ম হয়েছে। পরে আবার আমরা দেখব যে বনের লতায় তৈরি পাখির নীড়, শিউলি ফুলের শুভ্রতা ও জলের উপর মূর্ছিত পদ্ম— বনলতা সেন, শেফালিকা বোস ও মৃণালিনী ঘোষালে রূপান্তরিত হয়েছে। জীবনানন্দ যে প্রকৃতিকে নারীর রূপে দেখেছেন তার প্রমাণ হিসেবে প্রকৃতিদেহে নারীরূপের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রকৃতির সম্পর্কে যখন আমরা স্তন, যোনি, চুম্বন ইত্যাদির উল্লেখ দেখি, যার ফলে প্রকৃতি নারীর মতো অনুভূতি নিয়ে আসে, তখন প্রকৃতি ও নারীর ভেদরেখা মুছে যায়—

(ক) "চারিদিকে নুয়ে পড়ে ফলেছে ফসল,

তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা-ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল;"

(অবসরের গান : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

(খ) "আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই— নুয়ে আছে নদীর এ-পারে / বিয়োবার দেরি নাই— রূপ ঝরে পড়ে তার—

শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে;" (ঐ)

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নিসর্গপ্রকৃতি চেতনা এক জটিল ও গভীর রূপ লাভ করেছে। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি কেবল একটি সুন্দর দৃশ্য বা অলঙ্কার নয়, বরং তা কবির সংবেদনশীল হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধের বাস্তব চিত্রায়ণের পাশাপাশি তিনি প্রকৃতির রহস্যময়তা, বিষণ্ণতা, স্মৃতিচারণ এবং অনন্তকালের পটভূমিতে মানব অস্তিত্বের নশ্বরতার বোধকেও তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলার স্থানীয় প্রকৃতি তাঁর কবিতায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে এবং তাঁর নিসর্গ চেতনা বাংলা সাহিত্যকে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক, সময়ের স্রোতে জীবনের ক্ষয়, হারানো দিনের বেদনা এবং প্রকৃতির অসীম রহস্য— এইসব জীবনানন্দের কবিতায় এক গভীর কাব্যিক ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে, যা পাঠককে এক ভিন্ন ভাবনার জগতে চালিত করে। তাঁর কবিতায় নিসর্গ কেবল নীরব দর্শক নয়, বরং এক জীবন্ত চরিত্র যা কবির ভাবনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. চক্রবর্তী, সুমিতা, (১৩৯৩), জীবনানন্দ সমাজ ও সমকাল, সাহিত্য লোক, কলকাতা।

২. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, (১৯৫৮), আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, আগস্ট, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা।

৩. মুখোপাধ্যায়, বাসন্তী কুমার, (১৩৭৬), আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, প্রকাশ ভবন, কলকাতা।

৪. সঞ্জয়, ভট্টাচার্য, (১৯৭৮), কবি জীবনানন্দ দাশ, ভারবি, কলকাতা।

৫. বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার, (১৯৬৬), বাংলা সম্পূর্ণ সাহিত্যের ইতিবৃত্তি, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা।

Citation: **বৈদ্য. শা.,** (2025) "কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নিসর্গ প্রকৃতি চেতনা : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-05, May-2025.